Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

বৃহস্পতিবার the ২৮ day of নভেম্বর , ২০২৪

Other Suit No. ১৪৯/ ২০২০

নটু আইচ গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

আশীষ সিংহ গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ২৫/১০/২০২৩ খ্রিঃ, ১৮/০২/২৪ খ্রিঃ, ১০/০৩/২৪ খ্রিঃ, ২১/০৪/২৪ খ্রিঃ, ২৬/০৫/২৪ খ্রিঃ, ২৫/০৬/২৪ খ্রিঃ, ২২/০৮/২৪ খ্রিঃ ও ১৫/১০/২৪ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব সুমন দাশ Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব কবি শেখর নাথ Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

তপশীলোক্ত নালিশী সম্পত্তি বন্দর মৌজাস্থ আর. এস. ২৭৫ নং খতিয়ানভূক্ত হয় যাহার মূল মালিক ছিল কমলা কান্ত, নবীন চন্দ্র, গৌর কিশোর ও হরকিশোর গং। পরবর্তীতে কমলা কান্ত ও গৌরকিশোর নিঃস্তান মরনে করিলে তৎ স্বত্ব দুই ভ্রাতা নবীন চন্দ্র ও হরকিশোর প্রাপ্ত হন। হরকিশোর মৃত্যুবরণ করিলে তাহার স্বত্বাংশ পুত্র মনীন্দ্র লাল আইচ প্রাপ্ত হন। মনিন্দ্র লাল আইচ কতেক সম্পত্তি বিগত ০৫/০২/১৯৪৪ ইং

তারিখে ৪২০ নং কবলা মূলে বিপীন চন্দ্র দে এর স্ত্রী বিদ্যা কুমারী দে এর নিকট হস্তান্তর করেন। মনিন্দ্র লাল আইচ মরনে পুত্র তপন চন্দ্র আইচ ও রতন আইচ ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে তাদের নামে বি. এস. ৭৩৬ নং খতিয়ান হয়। তপন চন্দ্র আইচ ২১/১২/২০০৩ তারিখে ৩৮৫২ নং কবলা মূলে বিকাশ চৌধুরীর নিকট বি.এস. ১৬৫৮, ১৬৫২, ১৬৫৩ ও ১১৫৮ দাগের ০৩ শতক ভূমি বিক্রয় করেন, যা বিকাশ চৌধুরী ও পিকলু চৌধুরীর নামে বি.এস. ১১৮৬ নং নামজারি খতিয়ানভুক্ত হয়।

অন্যদিকে, আর.এস. ৩৮ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তি মদন চন্দ্র গুপ্তের নামে লিপিবদ্ধ ছিল, যা ০৯/১০/২০০৫ তারিখে ৩১৯১ নং কবলা মূলে পিকলু চৌধুরীর নিকট হস্তান্তরিত হয় এবং তাহার নামে বি.এস. ১৩০৭ নং নামজারি খতিয়ান সৃজিত হয়। বাদীগণ ২২/১০/২০১৮ তারিখে ৪০৩০ নং কবলা মূলে বিকাশ চৌধুরী ও পিকলু চৌধুরীর নিকট থেকে নালিশী সম্পত্তি ক্রয় করেন এবং তাদের নামে বি.এস. ২১৩৭/২১৩৮ নং খতিয়ান সৃজিত হয়। বাদীগণ উক্ত ভূমি খরিদসূত্রে মালিক হয়ে বাড়ি ও খাই শ্রেণীর ভূমিতে শান্তিপূর্ণ ভোগদখল করছেন। ২০/১১/২০২০ তারিখে বিবাদীগণ বেদখলের হুমকি প্রদান করলে বাদীগণ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় অত্র মামলা দায়ের করেন।

অন্যদিকে ৬/৭ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

নালিশী আর. এস. ২৭৫ নং খতিয়ানের আর. এস. ৪৭১/৪৭৩ দাগের (২০+৫)=২৫ শতক ভূমিতে সাচিরাম আইচের পুত্র কমলাকান্ত, নবীন চন্দ্র, হর কিশোর, গৌর কিশোর প্রত্যেকে /১৩।/ অংশে এবং কাশী নাথ আইচের পুত্র রাধা কৃষ্ণ ।৯১৩।/ অংশে স্থিতিবান রায়তি স্বত্বে স্বত্ববান ছিলেন। তৎ মতে তাহাদের নামে আর. এস. জরিপ পরিমিত হইয়া খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। আর. এস. রেকর্ডি রাধা কৃষ্ণ লোকান্তরে তৎ স্বত্ব তৎ পুত্র মনমোহন ও রমনী মোহন প্রাপ্ত হয়। উক্ত মনমোহন মরনে তৎ পুত্র ৫/৬ নং বিবাদী ও অপরাপর পুত্রগণ প্রাপ্ত হয়। আবার রমনী মোহন আইচ মরনে পুত্র বিশ্বেশ্বর আইচ, ধনেশ্বর আইচ, সমীর চন্দ্র আইচ প্রাপ্ত হন। আর. এস. রেকর্ডি হর কিশোর মরনে পুত্র মনিন্দ্র আইচ প্রাপ্তে ভোগ দখলে বলবৎ থাকাবস্থায় লোকান্তরে তৎ স্বত্ব তৎ পুত্রগণ জহর লাল আইচ, রতন আইচ, তপন আইচ প্রাপ্ত হয়। উক্ত জহর লাল আইচগণের নামে বিগত বি. এস. জরিপে শুদ্ধমতে জরিপ পরিমিত আছে। বি. এস. রেকর্ডি তপন আইচ বিগত ২৮/১০/২০০৪ ইং তারিখের ৩৬৭৭ নং দলিল মূলে বাবুল মিত্র এর পুত্র হারাধন মিত্র এর বরাবওে হস্তান্তর করেন। উক্ত হারাধন মিত্র বিগত ১৭/০৬/২০০৯ ইং তারিখের ২০৪৫ নং দলিল মূলে বিপন কান্তি নাথ ও সেন্টু কুমার নাথ এর বরাবরে বিক্রয় করেন। উক্ত বিপন কান্তি নাথ ও সেন্টু কুমার নাথ বিগত ১৩/১১/২০১৯ ইং তারিখের ৪৭১৬ নং রেজিস্ট্রিযুক্ত দলিল মূলে ৬/৭ নং বিবাদীগণের বরাবওে হস্তান্তর করেন। নালিশী ভূমির চর্তুদিকে এই বিবাদীগণ পাকা বাউন্ডারী নির্মাণ করতঃ টিনের গৃহ নির্মাণে নলকুপ স্থাপন করেন। বিরোধীয় ভূমিতে বাদীগনের কোন স্বত্ব দখল নেই। বাদীগণ এই বিবাদীগণকে অনর্থক হয়রানী করার উদ্দেশ্যে অত্র মামলা আনয়ন করেছেন যাহা খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ ও নিরুঙ্কুশ দখল আছে কি না ?

৫) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ নটু আইচ (P.W.1); গোপাল আইচ (P.W.2.)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মিল্টন আইচ (D.W.1), রতন আইচ(D.W.2) ।

(P.W.1) এবং (D.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। বি. এস. ৭৩৬/ ৮৭৬ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ১ (সিরিজ)
২। আর. এস. ৩৮/২৭৫ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ২ (সিরিজ)
৩। ২২/১০/২০১৮ ইং ৪০৩০ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ৩
৪। ৩০/১২/২০০৩ ইং তারিখের ৩৯৩৪ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ৪
৫। ২১/১২/২০০৩ ইং তারিখের ৩৮৫২ নং কবলা সি. সি.	প্রদর্শনী ৫
৬। নামজারী ২১৩৭/২১৩৮ নং খতিয়ানের মূল কপি	প্রদর্শনী ৬

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। বন্দর মৌজার ২৭৫ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ক
২। বি. এস. ৭৩৬ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী খ

৩। ২৮/১০/২০০৪ ইং ৩৬৭৭ নং আসল	প্রদর্শনী গ
৪। ১৭/০৬/২০০৯ ইং তারিখের ২০৪৫ নং আসল	প্রদর্শনী ঘ
৫। ১৩/১১/১৯ তারিখের ৪৭১৬ নং কবলা সি. সি.	প্রদর্শনী ঙ
৫। ২১৭৬ নং নামজারী খতিয়ান	প্রদর্শনী চ
৬। ২০০৯ সনের ১৫২৫ নং মিস মামলার পিটিশন ও প্রতিবেদন	প্রদর্শনী ছ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১০) বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

অত্র মামলার উভয়পক্ষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জোরালোভাবে কোন বক্তব্য বা যুক্তিতর্কের অবতারনা করেননি। মামলার প্লিডিংস ও উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমান আমি খুব মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষন করলাম। বর্তমান মামলাটি নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় রুজু হয়েছে। মামলার নালিশী সম্পত্তি চট্টগ্রাম জেলার কর্নফুলী থানাধীন বন্দর মৌজায় অবস্থিত। মামলার মূল্যমান ধরা হয়ে ২২৫০০/- টাকা যাহা অত্র আদালতের স্থানীয় ও আর্থিক এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং এই আদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি প্রকাশমতে, অত্র মোকদ্দমা রুজুর পর্যাপ্ত কারন বিদ্যমান রয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, বাদীগণ আরজীর তপশীল বর্ণিত ৪ শতাংশ ভুমি খরিদসূত্রে মালিক দখলকার হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করে আসছেন। কিন্তু বিবাদীপক্ষ বিগত ২০/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে নালিশী জমি হইতে বাদীপক্ষকে বেদখল করার হুমকী প্রদান করে। তাই বাদীপক্ষ এই মোকদ্দমা আনয়ন করে। সুতরাং অত্র মামলা করার উপযুক্ত কারন বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বিগত ২০/১১/২০২০ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হওয়ার পর ০২/১২/২০২০ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয়। অত্র মামলা নির্ধারিত তামাদি সময়কালের মধ্যেই রুজু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি

তামাদি দোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৩ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নং ৪ ও ৫ ঃ

বিচার্য বিষয় দুইটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় উভয়ের যৌথ আলোচনায় এবং নিষ্পত্তিতে সুবিধার্তে একত্রে বিবেচনা করা হলো। অত্র মোকদ্দমাটি বাদীপক্ষ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনয়ন করেছেন। এ ধরণের মামলার ক্ষেত্রে মূলত যেটি সিদ্ধান্তের ভিত্তি রচনা করে, তা হলো নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের নিরঙ্কুশ দখল। আইনত, চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য বাদীপক্ষকে অবশ্যই নালিশী ভূমিতে তাদের নিরঙ্কুশ দখল প্রমাণ করতে হবে।

দখল সমর্থনে বাদীপক্ষের পক্ষে সাক্ষী P.W.-1 বলেছেন যে, বাদীপক্ষ খরিদসূত্রে নালিশী তফসিলের বি.এস ৭৩৬ খতিয়ানের বি.এস ১৬৫২/১৬৫৩ দাগে ২ শতক এবং বি.এস ৮৭৬ খতিয়ানের বি.এস ১৬৫৮ দাগে ২ শতক জমি বাড়ি শ্রেণীর ভূমিতে মালিকানা ও দখলকারী। তিনি তার দখল সমর্থনে নামজারি খতিয়ান ২১৩৭ এবং ২১৩৮ দাখিল করেছেন। তবে জেরা পর্বে P.W.-1 স্বীকার করেছেন যে, "তারা (বিবাদীরা) জোর করে একটা বাউন্ডারী দিয়েছে। এজন্য আমরা ১৪৫ করেছি। আমরা এ মামলা আনার আগে তারা জোর করে বাউন্ডারী দিয়েছে।" অপর সাক্ষী P.W.-2 এর জেরাতেও উঠে এসেছে যে, নালিশী জায়গাটি ২ গন্ডা ভিটি এবং সেটি খালি পড়ে আছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, বিবাদীরা তিন বছর আগে নালিশী সম্পত্তিতে একটি পাকা বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণ করেছেন। P.W.-1 ও P.W.-2 এর এরুপ বক্তব্য হতে ইহা প্রমাণিত হয় যে বর্তমানে বাদীর দাবিকৃত ভূমিতে বিবাদীগনের দখল রয়েছে। বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় ২১৭৬ নং নামাজরি খতিয়ান দৃষ্টে দেখা যায় নালিশী ১৬৫২/১৬৫৩/১৬৫৮ দাগে বিবাদীগনের দখল রহিয়াছে। বাদীর দায়েরী ফৌজাদরী কার্যবিধির ১৪৫ ধারায় আনীত মিস ১৫২৫/২০১৯ নং মামলার তদন্ত প্রতিবেদনে নালিশী জমিতে বাদীর কোন দখল নেই মর্মে প্রকাশ রয়েছে।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদীপক্ষের দাখিলীয় স্বত্বের দলিলাদি বাদীর মালিকানা সমর্থন করে, তবে দখলের বিষয়ে তারা দ্ব্যর্থহীন প্রমান দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। নালিশী তফসিলোক্ত ভূমিতে বাদী খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার মর্মে দাবি করলেও সাক্ষ্য প্রমান দৃষ্টে দেখা যায় তফসিলোক্ত নালিশী দাগ ভূমিতে বিবাদীগণ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান করিয়া ভোগদখলে নিয়ত আছেন। **Md. Abdul Hai vs Md. Ali Ahmed (2005) 57 DLR (AD) 53 মামলায় মহামান্য আপীল বিভাগ উল্লেখ করেন যে মালিকানা থাকা স্বত্বেও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য দখলের প্রমাণ অপরিহার্য। একই ভাবে Nur Mohammad vs Fazal Karim (1997) 49 DLR 113 মামলায় আদালত বলেছেন যে শুধুমাত্র মালিকানার দলিল থাকলেই দখলের অধিকার স্বীকৃত হয় না। দলিলের পাশাপাশি দখলের স্পষ্ঠ প্রমাণ থাকতে হবে। Rustom Ali vs Abdul Rahman (1986) 38 DLR 29 মামলায়**

এরুপ সিদ্ধান্ত এসেছে যে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারার সিদ্ধান্ত দেওয়ানী আদালতের জন্য প্রাসঙ্গিক। জমিতে কার দখল রয়েছে, তা এ সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, বাদীপক্ষ মালিকানা সংক্রান্ত প্রমাণ দাখিল করতে পারলেও নালিশী সম্পত্তিতে নিরঙ্কুশ দখল প্রমাণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুযায়ী নালিশী দাগভূমিতে বিবাদীপক্ষ বাউন্ডারী নির্মাণ করে ভোগদখলে রয়েছেন। অতএব, বাদীপক্ষের প্রার্থিত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দাবি অসফল এবং তারা প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে অধিকারী নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। বিচার্য বিষয় নং ৪ এবং ৫ উভয়ই বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি পর্যাপ্ত।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমাটি ৬/৭ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীদের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হইল।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।